সংবাদ | সাক্ষাৎকার | টক-শো | ম্যাগাজিন

The DhakaChat বাংলা

ই-পেপার

www.thedhakachat.com

১২ আগস্ট ২০২৫ | মঙ্গলবার

আগামী নির্বাচনে তরুণ ভোটারদের জন্য থাকবে আলাদা বুথ: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

ডেস্ক রিপোর্ট: আগামী ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তরুণ ভোটারদের জন্য আলাদা বুথ থাকবে বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী।

সোমবার (১১ আগস্ট) সকালে ঢাকা-৩ সংসদীয় আসনের অন্তর্ভুক্ত দক্ষিণ কেরাণীগঞ্জের তেঘরিয়া উচ্চ বিদ্যালয় (৩ নং) ভোটকেন্দ্র পরিদর্শন শেষে তিনি সাংবাদিকদের ব্রিফিংকালে এ কথা জানান, খবর ইউএনবি নিউজ।

উপদেষ্টা বলেন, এবারের নির্বাচন যাতে উৎসবমুখর ও সুশৃঙ্খল পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়, সেজন্য অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের পক্ষ থেকে সর্বাত্মক প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে। তরুণ ভোটারদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি ও তাদের আকৃষ্ট করার জন্য প্রতিটি ভোটকেন্দ্রে তরুণ ভোটারদের জন্য আলাদা বুথ থাকবে। এছাড়া ছেলে ও মেয়েদের জন্য আলাদা বুথ থাকবে। নারী ও পুরুষের জন্য আলাদা বুথ তো থাকছেই।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে নির্বাচনী প্রস্তুতি অনেক আগে থেকেই শুরু হয়েছে উল্লেখ করে উপদেষ্টা বলেন, ইতোমধ্যে নির্বাচনী দায়িত্বে নিয়োজিত বিভিন্ন আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি ভোটকেন্দ্রে বডি-অর্ন ক্যামেরা থাকবে, যাতে নির্বাচন সুষ্ঠু হচ্ছে কিনা তা জেলা ও কেন্দ্রীয়ভাবে পর্যবেক্ষণ করা যায়। বর্তমানে পুলিশ, বিজিবি ও কারারক্ষীদের কাছে কিছু বডি-অর্ন ক্যামেরা রয়েছে। আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর জন্য নতুন করে আরও ৪০ হাজার বডি-অর্ন ক্যামেরা কেনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

একটি বিশেষ দল বাসস্ট্যান্ড ও টেম্পুস্ট্যান্ড দখল করে রাখছে—সাংবাদিকদের এমন অভিযোগের জবাবে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, কোনো ধরনের চাঁদাবাজিকে প্রশ্রয় দেওয়া হবে না। ইতোমধ্যে অনেক চাঁদাবাজকে আইনের আওতায় আনা হয়েছে। ভবিষ্যতেও কোনো চাঁদাবাজকে প্রশ্রয় দেওয়া হবে না—সে যে দলেরই হোক না কেন।

এর আগে উপদেষ্টা র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব)-১০ এর সদর দপ্তর ও কেরাণীগঞ্জ কেন্দ্রীয় কারাগার পরিদর্শন করেন। কারাগার পরিদর্শনকালে তিনি বন্দিদের খাবার, স্বাস্থ্য ও জীবনযাত্রার মান পর্যবেক্ষণ করেন এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করেন। পরে তিনি কেরাণীগঞ্জ মডেল থানা পরিদর্শন করেন।

নির্বাচনে মোতায়েন থাকবে ৮০ হাজারেরও বেশি সেনাসদস্য: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

ডেস্ক রিপোর্ট: আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে পুলিশ ও আনসারের পাশাপাশি সেনাবাহিনীর ৮০ হাজারেরও বেশি সদস্য মোতায়েন করা হবে বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী।

তিনি আজ দুপুরে কেরানীগঞ্জে ঢাকা-৩ সংসদীয় আসনের ৩ নং ভোটকেন্দ্র তেঘরিয়া উচ্চ বিদ্যালয় পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের এ কথা জানান, খবর বাসস।

স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানে পুলিশ, আনসার ও সেনাবাহিনীর পাশাপাশি র‍্যাব, বিজিবি ও নৌবাহিনীর সদস্যরা দায়িত্ব পালন করবে।

নির্বাচনে পর্যাপ্ত সংখ্যক আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য নিয়োজিত থাকবে।

সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে উপদেষ্টা বলেন, সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের দায়িত্ব শুধু আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর নয়। এর সঙ্গে যুক্ত রয়েছে নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দল, নির্বাচন কমিশন, প্রশাসন, আইনশৃঙ্খলা বাহিনী এবং সর্বোপরি জনগণ। আশা করি, আমরা একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন উপহার দিতে পারবো।

উপদেষ্টা বলেন, আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রিজাইডিং অফিসারের নিরাপত্তার জন্য অস্ত্রসহ একজন বাড়তি আনসার সদস্য (গানম্যান) নিয়োজিত থাকবে।

বাংলাদেশ ব্যাংকে গভর্নর নিয়োগ দেবেন রাষ্ট্রপতি, বৃদ্ধি পাবে মেয়াদ

ডেস্ক রিপোর্ট: বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার, ১৯৭২-এ বড় পরিবর্তন এনে বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডিন্যান্সের (অ্যামেন্ডমেন্ট) খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে। যেখানে গভর্নরের নিয়োগ রাষ্ট্রপতির মাধ্যমে এবং মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।

আজ সোমবার (১১ আগস্ট) কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পরিচালক পদমর্যাদার এক কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানান, অর্ডিন্যান্সের খসড়ায় বাংলাদেশ ব্যাংকের স্বায়ত্তশাসন বৃদ্ধির দিকে নজর দিয়ে গভর্নর নিয়োগ এবং মেয়াদে পরিবর্তন আনা হবে, খবর নিউজ টুয়েন্টিফোর।
বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার, ১৯৭২ অনুযায়ী, সরকার যোগ্য ব্যক্তিকে গভর্নর এবং এক বা একাধিক ডেপুটি গভর্নর নিয়োগ দেওয়ার ক্ষমতা রাখে। মন্ত্রিপরিষদশাসিত সরকারের এ ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির হাতে ন্যস্ত করার প্রস্তাব দিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কর্মকর্তা জানান, এত দিন প্রধানমন্ত্রী চাইলে রাষ্ট্রপতির অনুমতি বা পরামর্শ ছাড়াই গভর্নর নিয়োগ দিতে পারতেন। খসড়া অর্ডিন্যান্সে গভর্নর নিয়োগের ক্ষমতা পাবেন রাষ্ট্রপতি। তিনি প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করে গভর্নর নিয়োগ দেবেন। এ ছাড়া গভর্নর নিয়োগে সংসদের সম্মতির বিষয়টিও যুক্ত করা হচ্ছে।
এর বাইরে পরিবর্তনের প্রস্তাব এসেছে গভর্নর ও ডেপুটি গভর্নরের শপথ প্রক্রিয়া এবং পদমর্যাদা বৃদ্ধি নিয়েও। ১৯৭২ সালের ব্যাংক আইন অনুযায়ী, গভর্নরের বর্তমান মেয়াদ ৪ বছর হলেও এটি বাড়িয়ে ৬ বছর করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে খসড়ায়।
ব্যাংক আইন পরিবর্তন প্রসঙ্গে সম্প্রতি এক অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আহসান এইচ মনসুর বলেন, ‘কেন্দ্রীয় ব্যাংককে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত করতে বাংলাদেশ ব্যাংকের ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং স্বায়ত্তশাসন নিশ্চিতে ব্যাংক আইনে বড় পরিবর্তন আনা হচ্ছে।’

বাংলাদেশ ব্যাংকের মুখপাত্র আরিফ হোসেন বলেন, ‘অর্ডিন্যান্সের খসড়া প্রস্তুত হয়েছে। তবে কোন বিষয় বিবেচনায় নিয়ে চূড়ান্ত করা হবে তা অর্ডিন্যান্স জারির পরেই জানা যাবে।

অতিরিক্ত আইজি হলেন ৭ কর্মকর্তা

ডেস্ক রিপোর্ট: সরকারপুলিশের ডিআইজি পদমর্যাদার সাত কর্মকর্তাকে পদোন্নতি দিয়ে ‘অতিরিক্ত পুলিশ মহাপরিদর্শক’ (অতিরিক্ত আইজি) করেছে।

পদোন্নতিপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা হচ্ছেন— এপিবিএন-এর ডিআইজি মো. আলী হোসেন ফকির, এসবি’র ডিআইজি জি এম আজিজুর রহমান, ডিএমপি’র অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (ডিআইজি) মো. সরওয়ার, আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়নের ডিআইজি মো. মোস্তফা কামাল, পুলিশ অধিদপ্তরের ডিআইজি কাজী মো. ফজলুল করিম, হাইওয়ে পুলিশের ডিআইজি মো. রেজাউল করিম ও চট্টগ্রাম রেঞ্জ ডিআইজি মো. আহসান হাবীব পলাশ।

আজ সোমবার রাষ্ট্রপতির আদেশে উপসচিব মো. মাহবুবুর রহমান স্বাক্ষরিত স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগের পুলিশ-১ শাখা থেকে জারি করা এক প্রজ্ঞাপনে এ কথা বলা হয়েছে।

প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের এক আদেশে এসব পুলিশ কর্মকর্তাকে সুপারনিউমারারি ‘অতিরিক্ত পুলিশ মহাপরিদর্শক’ (অতিরিক্ত আইজি) পদোন্নতি দেওয়া হলো।

প্রজ্ঞাপনে আরো বলা হয়, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও অর্থ বিভাগের ব্যয় ব্যবস্থাপনা-৫ শাখার সব আনুষ্ঠানিকতা পালন শেষে নবসৃষ্ট সাতটি সুপারনিউমারারি পদের বিপরীতে এসব কর্মকর্তাদের পদোন্নতি দেওয়া হয়েছে, খবর বাসস।
প্রজ্ঞাপনে আরও বলা হয়েছে, পদগুলোতে কর্মরত পদধারীদের পদোন্নতি, অবসর, অপসারণ কিংবা অন্য কোনো কারণে পদ শূন্য হলে পদগুলো স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিলুপ্ত হবে ও পদ সৃজনের তারিখ থেকে সাতটি সুপারনিউমারারি পদের মেয়াদ হবে এক বছর।
এতে বলা হয়, পদোন্নতিপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা স্বপদে বহাল থেকে দায়িত্ব পালন করবেন। জনস্বার্থে জারি করা এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে বলে প্রজ্ঞাপনে উল্লেখ করা হয়।

বিদেশে আওয়ামী লীগের কার্যক্রম সরকার নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছে: প্রেস সচিব

ডেস্ক রিপোর্ট: দেশে নিষিদ্ধ থাকলেও বিদেশে আওয়ামী লীগের কার্যক্রম সরকার নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছে বলে জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম।

রবিবার (১০ আগস্ট) রাজধানীর ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে প্রধান উপদেষ্টার মালয়েশিয়ার সফর সংক্রান্ত সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা জানান, খবর ইউএনবি নিউজ।

দেশে আওয়ামী লীগের কার্যক্রম নিষিদ্ধ থাকার প্রসঙ্গে শফিকুল আলম বলেন, 'বাংলাদেশে তাদের কার্যক্রম নিষিদ্ধ আছে, তাই তাদের দেশের বাইরে কার্যক্রম নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছি।'

তিনি বলেন, 'তারা দেশজুড়ে কোনো অস্থিতিশীলতা সৃষ্টির চেষ্টা করছে কি না সেটিও আমরা খতিয়ে দেখছি।'

সংবাদ সম্মেলনে প্রধান উপদেষ্টার উপপ্রেস সচিব আবুল কালাম আজাদ মজুমদার ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র শাহ আসিফ রহমান ও উপস্থিত ছিলেন।

সম্প্রতি বিবিসি বাংলা প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে বলা হয়, কলকাতার একটি বাণিজ্যিক কমপ্লেক্সে আওয়ামী লীগ একটি 'পার্টি অফিস' চালু করেছে, যেখান থেকে তারা বিভিন্ন ধরণের কার্যক্রম পরিচালনা করছে এবং দলটিকে পুনরায় সংগঠিত করার চেষ্টা করছে।

চলতি বছরের মে মাসে আওয়ামী লীগ ও এর সংশ্লিষ্ট সংগঠনগুলোর সব কার্যক্রম আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের (আইসিটি) বিচার শেষ না হওয়া পর্যন্ত সন্ত্রাসবাদবিরোধী আইনে নিষিদ্ধ করে গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে অন্তবর্তী সরকার।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, আওয়ামী লীগ ও তার সংশ্লিষ্ট সংগঠনসমূহের কোনো প্রকাশনা, গণমাধ্যম সংযোগ, অনলাইন ও সামাজিক
মাধ্যমে প্রচারণা, মিছিল, সভা, সমাবেশ ও সম্মেলন কঠোরভাবে নিষিদ্ধ থাকবে।

এর আগে উপদেষ্টা পরিষদের বিশেষ সভায় সাইবারসহ আওয়ামী লীগের সকল কার্যক্রম আইনি ব্যবস্থা হিসেবে সন্ত্রাসবাদ আইনে নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

দেশের নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য, জুলাই আন্দোলনের নেতাকর্মীদের সুরক্ষা এবং ট্রাইব্যুনালের সাক্ষী ও বাদীদের নিরাপত্তার লক্ষ্যে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে আইন উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুল জানান।

সহজ হলো বৈদেশিক মুদ্রা সংরক্ষণ নীতিমালা

ডেস্ক রিপোর্টঃ বিশেষায়িত অঞ্চলের টাইপ বি ও টাইপ সি শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য রপ্তানি আয় বৈদেশিক মুদ্রায় (এফসি) সংরক্ষণের নীতি সহজ করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। রোববার (১০ আগস্ট) জারি করা এক সার্কুলারে বাংলাদেশ ব্যাংক জানায়, বিশেষায়িত ও অ-বিশেষায়িত অঞ্চলের রপ্তানিকারকদের জন্য বৈদেশিক মুদ্রা সংরক্ষণ নীতিমালায় সমতা আনা হয়েছে।

নতুন নীতিতে বলা হয়েছে, ব্যাংকগুলো বিশেষায়িত অঞ্চলের প্রতিষ্ঠানগুলোর রপ্তানি আয় ব্যাক-টু-ব্যাক আমদানি দায় পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত এফসি মুদ্রায় ব্যাক-টু-ব্যাক সেটেলমেন্ট পুলে রাখতে পারবে।

এ পুলে ব্যাক-টু-ব্যাক আমদানি দায়ের অংশের পাশাপাশি স্থানীয় মূল্য সংযোজনের অংশও রাখা যাবে, যা সর্বোচ্চ ৩০ দিন সংরক্ষণ করা সম্ভব। এ সময়ের মধ্যে অব্যবহৃত অর্থ অন্য ব্যাংকে স্থানান্তর করে বিশেষায়িত অঞ্চলের রপ্তানিকারক বা তাদের সহযোগী/অঙ্গপ্রতিষ্ঠানের আমদানি দায় পরিশোধ করা যাবে। ৩০ দিন পর অব্যবহৃত অর্থ নগদায়ন করতে হবে।

মোট রপ্তানি আয়ের কমপক্ষে ২০ শতাংশ (গার্মেন্টস খাতে ২৫ শতাংশ) রূপান্তরের পর অবশিষ্ট অর্থ রপ্তানিকারকের এফসি হিসাবে জমা দেওয়া যাবে। এছাড়া যারা ব্যাক-টু-ব্যাক পদ্ধতি ছাড়া রপ্তানি করেন তারাও প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহের জন্য ৩০ দিন পর্যন্ত রপ্তানি আয় এফসিতে রাখতে পারবেন। একইভাবে ৩০ দিনের মধ্যে অব্যবহৃত অর্থ স্থানান্তর বা নগদায়ন করে অবশিষ্ট অংশ এফসি হিসাবে রাখা যাবে।

ব্যবসায়ীদের মতে এই পদক্ষেপ বিশেষায়িত ও অ-বিশেষায়িত অঞ্চলের মধ্যে নীতি সমতা নিশ্চিত করার পাশাপাশি লেনদেন প্রক্রিয়ায় গতি আনবে এবং বৈদেশিক মুদ্রার তারল্য ব্যবস্থাপনা আরও শক্তিশালী করবে।

অর্থনীতিবিদদের মতে, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ চাপে থাকা অবস্থায় এই পদক্ষেপ রপ্তানি আয় দেশে ধরে রাখতে সহায়ক হবে, একই সঙ্গে ব্যবসায়ীদের জন্য আন্তর্জাতিক বাণিজ্য লেনদেনে দ্রুততা আসবে। বিশেষ করে গার্মেন্টস ও তৈরি পোশাক খাত, যা দেশের মোট রপ্তানি আয়ের প্রায় ৮৪ শতাংশ জোগান দেয়, তারা এর সুফল বেশি পাবে।

সবখবর সবার আগে পেতে ভিজিট করুন-

www.thedhakachat.com

The DhakaChat বাংলা

https://www.youtube.com/@DhakaChat
https://www.facebook.com/DhakaChatShow

Publisher: **DPH Agency**
E-mail: dhakachat.show@gmail.com